ভবঘুরের ভ্রমণকথা

(ভ্রমণ কাহিনী এবং ভ্রমণ গাইড)

শুভজিৎ তোকদার

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ভবঘুরের ভ্রমণকথা

(ভ্রমণ কাহিনী এবং ভ্রমণ গাইড)

শুভজিৎ তোকদার

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক

কলকাতা-৭০০ ০৯১

ভবঘুরের ভ্রমণকথা

Bhabaghurer Bhramanakatha

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক ও লেখক

(প্রকাশক ও লেখকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশ মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে

মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ও রুমা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত

কর্মসচিব ঃ সমীর দাস

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ

দি নিও প্রিন্ট কনসার্ন

১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মোবাইল ঃ ৯৮৩০০৬০৩০৬

প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১

মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫, ৯৮৭৫৩৬৪৫৩১

বিনিময় ঃ ৩০০ টাকা

উৎসর্গ

বাবা (শ্রী ইন্দ্রজিৎ তোকদার), মা (শ্রীমতী আরতি তোকদার),
স্ত্রী (শ্রীমতী রেশমী তোকদার), কন্যা শ্রেয়া-কে
যাঁরা প্রতিনিয়ত এই ভবঘুরে ভ্রমণপাগল মানুষটিকে
ভ্রমণের এবং লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছে
এবং
আমার সকল ভ্রমণবন্ধুদের যাঁদের সাথে বিভিন্ন সময়ে ভ্রমণ পিপাসার টানে
বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে গেছিলাম।

মুখবন্ধ

খুব ছোটোবেলা থেকেই রেলগাড়ীর কু ঝিক্‌ঝিক্ ডাকের বড়োই ভক্ত। মন ছুটে যেত অজানা-অচেনাকে দেখার নেশায়। এরপর বড় হওয়া, সাবলম্বী হওয়া। তখন প্রযুক্তির আত্মপ্রকাশ। রিল ক্যামেরা ছেড়ে ডিজিটাল ক্যামেরার প্রবেশ। একদিকে ফটোগ্রাফী অন্যদিকে ভ্রমণ দুটোর নেশা আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরল। তার সাথে রেলগাড়ীর কু ঝিক্‌ঝিক্ ডাক তো আছেই। তাই প্রথাগত চাকুরী জীবনের মাঝেই ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ি দূরে-কাছে। কখনও সঙ্গী পরিবার, কখনও ভ্রমণবন্ধুর দল বা কখনও একা। গলায় ক্যামেরা আর পিঠে ব্যাগ নিয়েই—উঠল বাই ভ্রমণে যাই।

যেহেতু ব্যাঙ্কে চাকুরীরত, তাই বড়ো ছুটি বছরে দু-একবার বা পুজোর সময় পেলেই দূরের ভ্রমণের সুযোগ মেলে, কিন্তু সপ্তাহ শেষের ভ্রমণে বাংলা, ঝাড়খন্ড, ওডিশা, উত্তরবঙ্গ, সিকিম ঘুরে আসতে কোনো বাঁধাই নেই। এরসাথে যদি ছুটি জুড়ে যায় তাহলে তো জমে ক্ষীর। এইভাবেই সপ্তাহান্তে আমার 'ভবঘুরে ভ্রমণ'। ভবঘুরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা। কখনও ট্রেন মিস করে মাঝরাতে ওডিশার হাইওয়েতে অজানা বন্ধুর বাইকে সঙ্গী হওয়া, কখনও সুবর্ণরেখা নদী মোহনায় নৌকাডুবির মুখে আবার কখনও একটা ভ্রমণে গিয়ে যাত্রাপথে ট্রেন মিস করে প্ল্যান B ব্যবহার করে অন্য গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া।

যাইহোক, সেইসব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং ভ্রমণ গাইড সামাজিক মাধ্যমে লিখতাম, তারপর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ওয়েব ম্যাগাজিন, পুজো সংখ্যায় বেরনো শুরু হল। কিভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন, ট্যুর প্ল্যান, কি কি দেখবেন এত বিশদে বর্ণনা থাকে তাতে সামাজিক মাধ্যমেই পাঠক, বন্ধুরা বই আকারে ছাপার অনুরোধ করত অনেকদিন ধরেই। আমারও ইচ্ছে যে ছিল না তা নয়।

এরই মাঝে সামাজিক ভ্রমণ মাধ্যম থেকেই পরিচয় 'ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনী'-র সম্পাদক সৌমেন চক্রবর্তী-র সাথে। সৌমেনবাবুর 'ভ্রমণপিপাসু' পত্রিকা, বিভিন্ন বইতে নিয়মিত ভ্রমণকথা লিখে আসছি। তখন থেকেই সৌমেনবাবু উদ্যোগী হন আমার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ গাইডগুলো একত্রে একটা বই আকারে বের করার। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধব, ভ্রমণ পাঠকদেরও সেই একই দাবী ছিল। লেখাগুলো একসাথে এক জায়গায় করে বই হিসেবে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সৌমেনবাবুর হাত ধরেই সেটা বাস্তবায়িত হল। তাই ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী এবং সৌমেন চক্রবর্তী মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণের কাজ থেকে সবকিছুই ওঁনার প্রকাশনা সংস্থা করেছে। আর ধন্যবাদ জানাই আমার সমস্ত ভ্রমণবন্ধুদের যাদের সঙ্গে পৌঁছে গেছিলাম এমন অনেক জায়গায় যেগুলো ভ্রমণ পর্যটন মানচিত্রে তখনও ঠিকভাবে পরিচিত হয়নি। অফবিট জায়গাগুলো খুঁজে বের করার কিছুটা দায়িত্ব নিজের কাঁধেও তুলে নিয়েছি আর কি। কারণ একটাই—ভবঘুরে ভ্রমণ আমার নেশা।

এই বইটাতে আটটা রাজ্যের পশ্চিমবঙ্গ (উত্তরবঙ্গ সমেত), ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, সিকিম, ছত্রিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ২৬টা ভ্রমণকাহিনী সাথে ভ্রমণগাইড ভ্রমণবন্ধু, পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম। আমাদের ভ্রমণকথা থেকে কিভাবে যাবেন, কি কি দেখবেন, ট্যুর প্ল্যান, কোথায় থাকবেন সবকিছু বিস্তারিত এই বইতে আলোচনা করা আছে। ভ্রমণবন্ধু পাঠকরা এই বইটি পড়লে আশা করি তাদের যেমন মানস ভ্রমণ সম্পন্ন হয়ে যাবে তেমনি চোখ বন্ধ করে ওই জায়গার 'ক' থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' সম্বন্ধে ধারণা লাভ করবেন। এখন ভ্রমণবন্ধু পাঠকদের বইটা ভালো লাগলে এবং উপকৃত হলে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক।

চন্দননগর
হুগলী-৭১২১৩৬
২৬ জানুয়ারি, ২০২২

ধন্যবাদান্তে—
শুভজিৎ তোকদার
চলভাষ ঃ ৮৬১৭২৮২৭৯৮

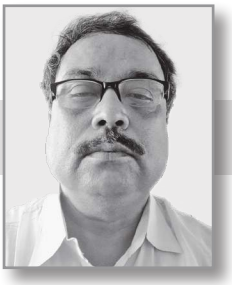

প্রাক্‌কথন

বইটির নাম দেখেই পাঠক বুঝতে পারেন, লেখক শুভজিৎ তোকদার ভ্রমণের নেশায় ভুবনের পথে পথে ভবঘুরের মতোই ঘোরেন। দেখেন। আবার বেরিয়ে পড়েন। তাঁর এমন ঘোরাঘুরি নিয়েই এই বই। আমাদের মনে ভ্রমণের আনন্দ ছড়িয়ে দেবে, এই বিশ্বাস করি। রোমাঞ্চকর ভ্রমণ সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্গী ও গাইড। এই বইতে ২৬টি ট্যুরিস্ট স্পটের বিস্তারিত তথ্য রয়েছে যা ভ্রমনপিপাসু মানুষদের উইকেন্ড ট্যুরের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। আশা করি, পাঠকদের এই বই অত্যন্ত ভালো লাগবে।

বইমেলায় প্রকাশ করতে পেরে ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনী আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে

সৌমেন চক্রবর্তী

ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে

(চলভাষ ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩)

বিধাননগর

ফেব্রুয়ারি, ২০২২

সূ চি প ত্র

—ঃঃ সিকিম ঃঃ—

সিল্ক রুট পূর্ব সিকিম ৯
(ইচ্ছেগাঁও, সিলারিগাঁও, রিশিখোলা, রোলেপ, আরিতার, মানকিম, রেনক, রংলি বাজার, লিংথাম, নিমাচেন, পদমচেন, জুলুক, লুংঠুং ভ্যালি, নাথান ভ্যালি, টুকলা ভ্যালি, কুপুপ ভ্যালি)

পশ্চিম এবং দক্ষিণ সিকিম ২৫
(রিংচেনপং, কালুক, বার্মিক, হি, ছায়াতাল, পেলিং, রাবাংলা, নামচি)

—ঃঃ পশ্চিমবঙ্গ ঃঃ—

সিটং-কে কেন্দ্র করে পর্যটন ৩০
(সাথে আহালদাড়া, মংপু, বাগোরা, মহালদিরাম, শেলফু, শিবাখোলা)

দাওয়াইপানি, ছোটো মাংওয়া-কে কেন্দ্র করে পর্যটন ৩৮
(সাথে তিনচুলে, তাকদা, পুবং, লামাহাটা, রংলি রংলিয়ট, লেপচাজগত, ত্রিবেণী সঙ্গম)

মিমগাঁও ৪৭

বর্ষার সবুজ ডুয়ার্স ৫৩
(গরুমারা, চালসা গৌরীগাঁও, গোরুবাথান, ফাগু,ঝালং, বিন্দু, পারেন, সামসিং, সুলতানাখোলা, রকি আইল্যান্ড)

জি প্লট গোবর্ধনপুর সমুদ্র সৈকত (সুন্দরবন) ৬০

গঙ্গাসাগর ৬৫

—ঃঃ ছত্রিশগড় ঃঃ—

জগদলপুর ৭২

—ঃঃ ওডিশা ঃঃ—

পারাদ্বীপ সমুদ্র সৈকত ৭৯

বাগদা ডুবলাগড়ি সমুদ্র সৈকত ৮৫

দাগড়া এবং চৌমুখ সমুদ্র সৈকত ৯১

চাঁদমনি, যমুনাসুল, জামভিরাই, চাওলটি চারটি সমুদ্র সৈকত ৯৭

গোপালপুর সমুদ্র সৈকত এবং রম্ভা চিলকা ১০০
(সাথে তারাতরিনী, তপ্তপানী, জিরাঙ্গ)

মংলাজোড়ি সাথে বড়কুল নলবন ১০৮

দারিংবাড়ী এবং মান্দাসারু ১১৪

কেওনঝড় ১২১

রাউরকেল্লা ১২৭

সিমলিপাল এবং বাংরিপসি সাথে বারিপদা ১৩১

—ঃঃ অন্ধ্রপ্রদেশ ঃঃ—

পালাসা ১৪১
(বারুভা সমুদ্র সৈকত, আক্কুপালি শিবসাগর সমুদ্র সৈকত
গন্ধহাতি জলপ্রপাত (ওডিশা)

—ঃঃ ঝাড়খন্ড ঃঃ—

সারান্ডা, কিরিবুরু, মেঘাহাটুবুরু ১৪৭

রাজমহল এবং শিবগাদি ১৫২

দেওঘর ১৫৮

গিরিডি, পরেশনাথ, মধুবন ১৬৪

—ঃঃ বিহার ঃঃ—

সাসারাম এবং বাবুয়া রোড ১৬৮

—ঃঃ উত্তরপ্রদেশ ঃঃ—

দেব দীপাবলি : বেনারস ১৭৩
(সাথে রাজদারী, দেবদারী জলপ্রপাত)